JAN. 2 3 2001

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া শিক্ষকদের ভবিষ্যত নিয়ে সংসদে তুমুল বিতর্ক ॥ শিক্ষামন্ত্রী অনড়

সংসদ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া শিক্ষকদের ভবিষ্যত নিয়ে রবিবার জাতীয় সংসদে আবারও তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে নিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত না করার জন্য সংসদের প্রায় সকল সদস্য একযোগে দাবি জানালেও শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন। তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতিগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে যা আছে এর বাইরে সরকার কোন সিদ্ধান্ত দিবে না। তবে সমিতিগুলো চাইলে আবার নতুন করে চুক্তি হতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে শিক্ষা জীবনে যে কোন একটি পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া কোন ব্যক্তিকে স্কুল কলেজের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এমনকি ইতোমধ্যে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিন্তু এমপিওভুক্ত হয়নি তাদেরকেও আর এমপিওভুক্ত করা হবে না। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত সরকারী দলের প্রায় সকল সদস্য এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। তাঁরা এ সিদ্ধান্তকে অমানবিক ও অবিবেচনা প্রসূত উল্লেখ করে বলেন, একজন শিক্ষক যিনি ৮/৯ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এখন সরকারী মঞ্জুরি পাওয়ার সময় তাঁকে বাদ দিতে হবে এটি হতে পারে না। নতুন এই সিদ্ধান্তে অনেক সদস্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যতও হুমকির সম্মুখীন বলে তাঁরা সংসদে উল্লেখ করেন। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুল বা কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটি। সমিতি এবং মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের চুক্তি করার এখতিয়ার নেই। মির্জা আবদুল লতিফ বলেন, প্রশাসনে সচিব পর্যন্ত যদি তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া লোক থাকতে পারে তবে শিক্ষকরা কি অন্যায় করেছে। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষক সমিতির যেসব কায়েমী স্বার্থবাদী নেতা শহরে থাকেন তাঁরা সাধারণ শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গণবিরোধী। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে ওকালতি না করেও বলতে হয় এই সিদ্ধান্ত অমানবিক। শরীফ খসরুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে। লাখ লাখ শিক্ষকের এই দাবি না মানা হলে আগামী নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। পৃথক পৃথক প্রশ্নে সদস্যদের এই দাবির আলাদা আলাদা জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বার বারই সিদ্ধান্ত বাতিলের সম্ভাবনা নাকচ করেন। এক পর্যায়ে গোটা সংসদ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও শিক্ষামন্ত্রী তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষক পদে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তদের নিয়োগ বন্ধের সিদ্ধান্ত ছিল আগে থেকেই। বর্তমান সরকার এক প্রজ্ঞাপন জারি করে এই ধারা স্থগিত করে দিয়েছিল। দীর্ঘ আন্দোলনের পর শিক্ষক সমিতিগুলোর প্রস্তাব অনুযায়ী এই প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। শিক্ষক সমিতির তৈরি করা খসড়া অনুযায়ী সম্পাদিত চুক্তিতে এই ধারা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়। এখন সরকার একতরফাভাবে চুক্তির বরখেলাপ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি তখন এ চুক্তির বিরোধিতা করেনি। প্রশাসনের নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া কোন লোক বিখ্যাত কোন ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তাঁদের নিয়োগ ভিন্ন কথা। কারণ এঁদের কাছেই শিক্ষা নিবে দেশের পরবর্তী প্রজন্ম। শিক্ষক নেতাদের কায়েমী স্বার্থবাদী বলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। সমিতির নেতারা নিশ্চয়ই বলবেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের সময় অনেকেই শিক্ষকদের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। চুক্তি করার পর এখন তা না মানলে আমাদের কিছু করার নেই। চুক্তি করে আমরা এককভাবে তা ভাঙতে পারি না। লাখ লাখ শিক্ষক এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত নন। এঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। এই সমস্যা আমার এলাকায়ও রয়েছে। সুতরাং আমিও তা বুঝি। কিন্তু এর সমাধান শিক্ষক সমিতিগুলোর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করা।